দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

# ৬০ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য ২৬ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে

মেহেদী হাসান

প্রকাশ : ১৩ এপ্রিল ২০২৬, ০৭:০০

**সারা দেশে ২৬ হাজার বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৬০ হাজার বেশি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে প্রায় দেড় যুগ যাবত। অথচ দেশের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই পড়াশোনা করে এসব প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষকসংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের পাঠদান দীর্ঘদিন ধরে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।**

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

জন্য সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব শিরীন আক্তার স্বাক্ষরিত এক পত্রের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

দেশের সব জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে দেওয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পুল গঠন সংক্রান্ত চিঠিতে বলা হয়েছে—উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক স্বল্পতা এবং এনটিআরসিএ কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগে বিলম্ব হওয়ার কারণে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা এবং গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ এবং শারীরিকভাবে সক্ষম অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সমন্বয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি/অ্যাডহক কমিটির অনুমোদনক্রমে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পুল গঠনের বিষয়ে নির্দেশক্রমে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

উপজেলাভিত্তিক উপজেলার অবসরপ্রাপ্ত ও শারীরিকভাবে সক্ষম শিক্ষকদের দিয়ে একটি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পুল গঠন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক (সকল)-কে অনুরোধ করা হলো। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার ইউএনওর পরামর্শক্রমে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি/অ্যাডহক কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনের নিরিখে সাময়িকভাবে পুল থেকে শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিলের অত্যাবশ্যকীয় খাত থেকে এ সংক্রান্ত সম্মানী ব্যয় নির্বাহ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকাকে অনুরোধ করা হলো।

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সপ্তম শ্রেণির সমান: শিক্ষকসংকট ও যোগ্য শিক্ষকের অভাবে বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত মান নিয়ে ক্রমেই উদ্বেগ বাড়ছে। সাম্প্রতিক গবেষণা ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এইচএসসি পাশ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা অনেকটাই আন্তর্জাতিক মানের নিচে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা গড়ে আন্তর্জাতিকভাবে সপ্তম শ্রেণির সমতুল্য জ্ঞান ও সক্ষমতা অর্জন করছেন। বিষয়টি শিক্ষার গুণমান নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন তুলেছে।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এই উদ্বেগ আরও স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, একটি শিশু ১৮ বছর বয়সে সাধারণত ১১ বছর মেয়াদি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করে (১ম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি)। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা শেখার মান বিবেচনায় এর মধ্যে কেবল ৬.৫ বছরের সমতুল্য শিক্ষাই অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। অর্থাৎ শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী বাংলাদেশ অন্তত ৪.৫ বছর পিছিয়ে আছে। অর্থাৎ, প্রায় সাড়ে চার বছরের মানঘাটতি বিদ্যমান, যা শিক্ষার গুণগত দুর্বলতার একটি বড় প্রমাণ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, একজন শিশু যদি চার বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়, তাহলে ১৮ বছর বয়সে তার আনুষ্ঠানিকভাবে ১০.২ বছর শিক্ষা সম্পন্ন করার কথা। কিন্তু শিক্ষার গুণমান বিবেচনায় সে প্রকৃত অর্থে শুধু ছয় বছর সমমানের শেখা অর্জন করছেন। অর্থাৎ, শেখার গুণমানের বিচারে ৪.২ বছরের ঘাটতি রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীদের যে ঘাটতির কথা বলা হয়েছে সে বিষয়ে অবগত শিক্ষা প্রশাসন। তারা বলছে, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নানা প্রতিকূলতা রয়েছে। এসব প্রতিকূলতার কারণে সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়ন হচ্ছে না। তবে শিক্ষার মানোন্নয়নে তারা কাজ করছেন। শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বেতন বৃদ্ধিসহ নানা জায়গায় কাজ করছেন। তবে